

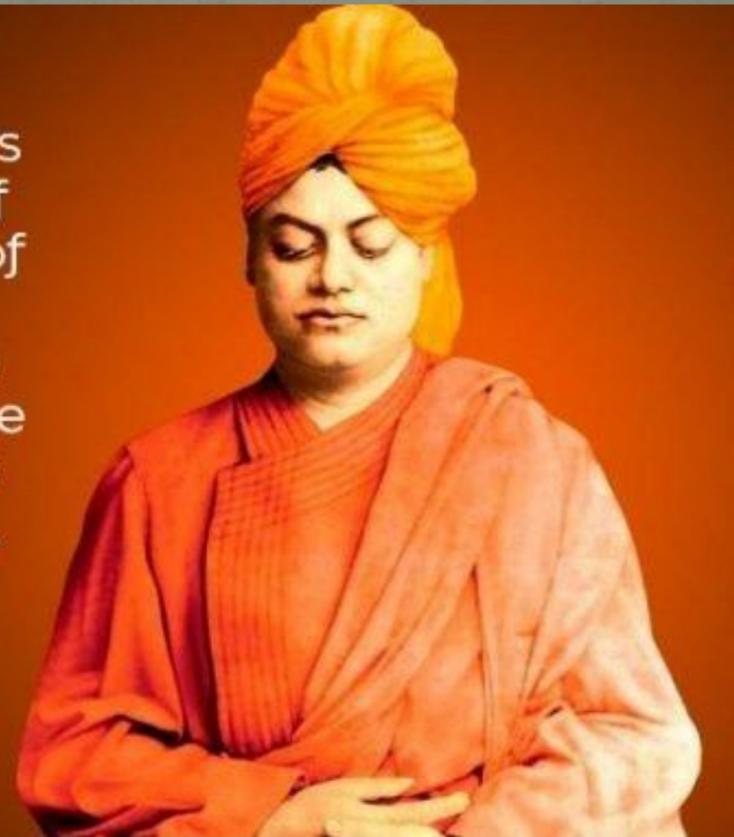
Hinduism – the Sanatana Dharma

দ্বারা উপস্থাপিত কাগজ উপর ভিত্তি করে
স্বামী বিবেকানন্দ

ভিতরে

বিশ্বের ধর্ম সংসদ
সেপ্টেম্বর 19, 1893

“From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion.”



The Background...

- বেদান্ত দর্শনের উচ্চ আধ্যাত্মিক ফ্লাইট থেকে, যার মধ্যে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি প্রতিধ্বনিত বলে মনে হয়, তার বহুখী পৌরাণিক কাহিনী সহ মূর্তিপূজার নিম্ন ধারণা , বৌদ্ধদের অঙ্গেয়বাদ এবং জৈনদের নাস্তিকতা, প্রত্যেকেরই রয়েছে হিন্দু ধর্মের একটি স্থান।

- তাহলে কোথায়, প্রশ্ন জাগে, কোথায় সেই সাধারণ কেন্দ্র যেখানে এই সমস্ত ব্যাপকভাবে অপসারিত রেডিই একত্রিত হয়? এই সমস্ত আপাতদৃষ্টিতে আশাহীন দ্বন্দ্বের সাধারণ ভিত্তি কোথায় ?

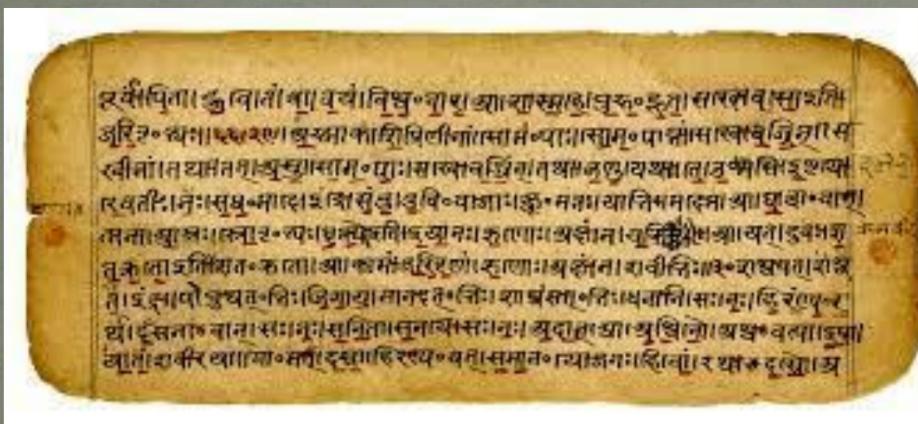
Vedas – the Sacred Text

1. হিন্দুরা তাদের ধর্ম পেয়েছে উদ্ঘাটন, বেদের মাধ্যমে। তারা মনে করে যে বেদ শুরু ও শেষ নেই।
2. বেদ দ্বারা কোন বই বোঝানো হয় না। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক আইনের পুঁজীভূত ভান্ডার বোঝায়।
3. যেমন মহাকর্ষের নিয়ম তার আবিষ্কারের আগে বিদ্যমান ছিল, এবং সমস্ত মানবতা যদি এটি ভুলে যায় তবে তা বিদ্যমান থাকবে, একইভাবে আধ্যাত্মিক জগতকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলির সাথেও।
4. আত্মা এবং মধ্যে নৈতিক, নৈতিক, এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক
আত্মা এবং পৃথক আত্মা এবং সমস্ত আত্মার পিতার মধ্যে, তাদের আবিষ্কারের আগে সেখানে ছিল এবং আমরা তাদের ভুলে গেলেও থাকবে।



नक्षरसहखाणी॥ नव्यारिशसहस्राणिहाविंशतिनेत्रोन्माभरसहस्रा
एष्वंदरशासुर्खाण्वैपूर्वशानिविनिव॥ नव्यामृशीनिपादव्येत्याराम
सम्बन्धते॥ एवकर्वयेवग्नेनाक्षिनवास्तथा॥ क्षेत्रगेहिनोज्ञयेवा
गिवाणिरातानिव॥ सहस्रमन्तमभक्तानाशतसुनविशानिसतकानि॥
इन्द्रस्मानरेशेन्द्रवत्क्षेत्राणिशानानियद्वानोवीष्ट्यपिरस्ताना॥ शा
कलदृष्टपदस्तमेन्द्रसाविदेविसहख्युक्ते॥ शातान्यशेषपृष्ठद्विरः
पदस्तस्यापक्तीतेता॥ १॥ अस्मपदवदस्यष्टुशानिभद्राभवति॥ नव्या
रक्तेनामस्त्राभेदाभवत्तिः॥ नरकाश्राद्विरकाःकृष्णःन्यक्षाःकृष्णुलघु
शारशणः॥ यावातीनवेयास्त्रेननीयायताचित्ततरामेत्रायनीयायच
ति॥ नव्येवायणीयानामस्तमेदाभवति॥ मानवादुरुमानेत्रावा
राहाश्वरिदव्याश्यामाश्यामायनीयाव्येति॥ तेषामध्ययनमष्टुकान

Taittiriya Samhita, Vedas, Devanagari script, Sanskrit



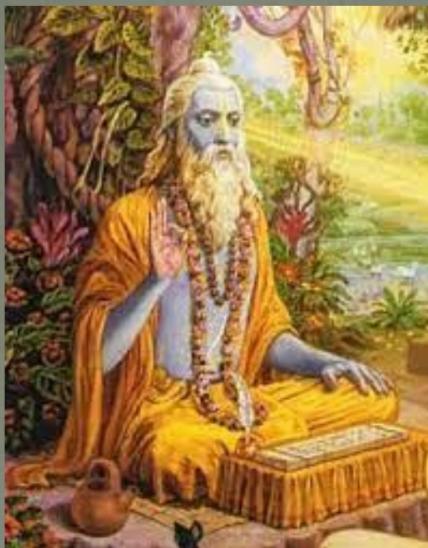
पूर्वीना प्रकृतिरात्रि द्वारा तातो तापमित्रात् । कातातु ज्ञानवाच्चायमित्रात्मनः साक्षम्
साक्षम् आय-प्रकृतिरात्रि द्वारा तातो तापमित्रात् । तापमित्रात् यद्यनेत्राभिन्नातु गतिरुद्धारण
कर्त्तव्यं तातो तापमित्रात् । तापमित्रात् यद्यनेत्राभिन्नातु गतिरुद्धारण
उद्धारणासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् । त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् ।
त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् । त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् ।
त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् । त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् ।
त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् । त्रिविश्वासामान्यात् त्रिविश्वासामान्यात् ।

The Rishis - Founders of the System

ঠ এই আইনের আবিষ্কারকদের বলা হয় খৰ্ষি, এবং
আমরা তাদের নিখুঁত মানুষ হিসেবে সম্মান করি। ঠ তাদের মধ্যে
সবচেয়ে বড় কিছু ছিল নারী। ঠ বেদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে সৃষ্টির শুরু বা শেষ নেই।
বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মহাজাগতিক শক্তির যোগফল সর্বদা হয়

একই

ঠ তাহলে, যদি এমন একটি সময় থাকত যখন কিছুই ছিল না, তাহলে
এই সমস্ত উদ্ভাসিত শক্তি কোথায় ছিল? কেউ কেউ বলে যে এটি
ঈশ্বরের সন্তান আকারে ছিল।



The Supreme Teachings of the Veda

- শরীরের ধারণা। তাহলে আমি কি বস্তুগত পদার্থের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নই? বেদ ঘোষণা করে, 'না।' আমি দেহে
বসবাসকারী আত্মা। আমি দেহ নই। দেহ মরবে, কিন্তু আমি মরব না।
- এখানে আমি এই দেহে; এটা পড়ে যাবে, কিন্তু আমি বেঁচে থাকব। আমারও একটা অতীত ছিল। আত্মা সৃষ্টি হয়নি, কারণ সৃষ্টি
মানে একটি সংমিশ্রণ যার অর্থ একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যত বিলুপ্তি। যদি আত্মা সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই মরতে হবে।
- একজন হিন্দু বিশ্বাস করে যে সে আত্মা। তাকে তরবারি বিদ্ধ করতে পারে না - আগুন তাকে পোড়াতে পারে না - তাকে জল
গলতে পারে না - তাকে বাতাস শুকাতে পারে না। হিন্দু বিশ্বাস করে যে প্রতিটি আত্মা একটি বৃত্ত যার পরিধি কোথাও নেই,
কিন্তু যার কেন্দ্র দেহের মধ্যে অবস্থিত এবং মৃত্যু মানে এই কেন্দ্র থেকে দেহে পরিবর্তন। □ বা আত্মা পদার্থের শর্ত দ্বারা আবদ্ধ
নয়। তার সারমর্মে, এটি মুক্ত, সীমাহীন, পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং নিখুঁত। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এটি নিজেকে বস্তুর সাথে
আবদ্ধ দেখতে পায় এবং নিজেকে বস্তু বলে মনে করে।



The Ataman is free from
the cycle of birth & death



The Doctrine of Karma

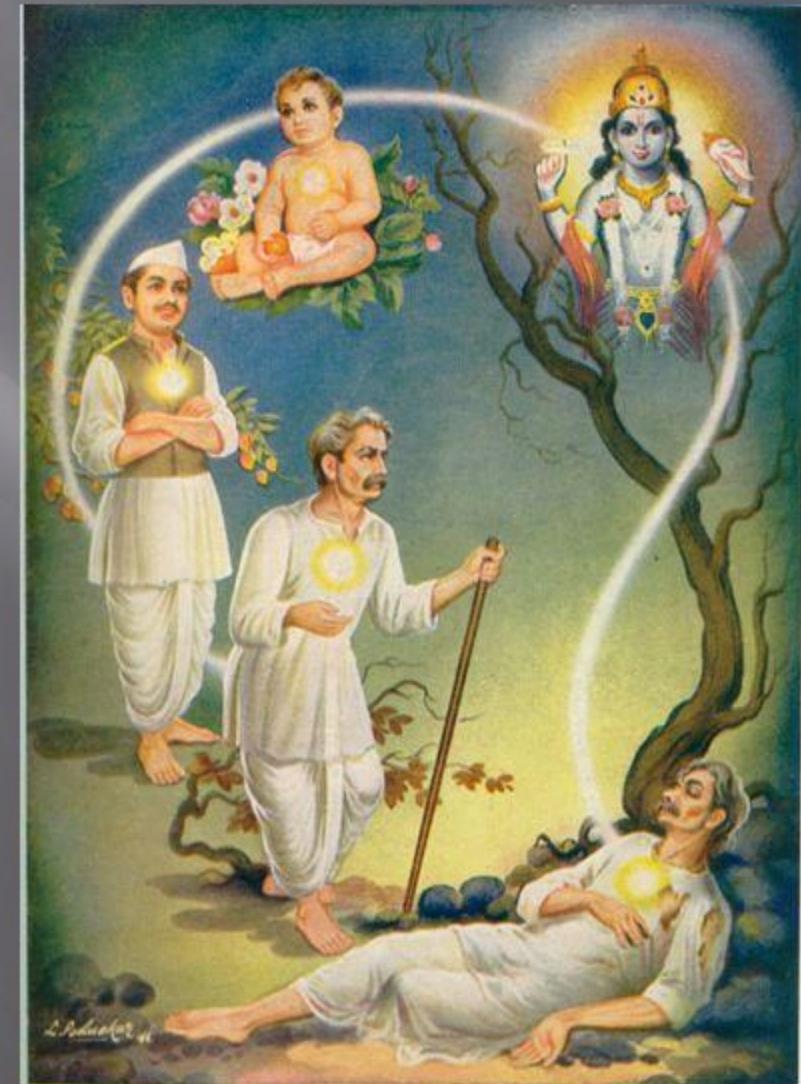
- মানুষের আত্মা শাশ্঵ত এবং অমর, নিখুঁত এবং অসীম এবং মৃত্যু মানে
শুধুমাত্র এক দেহ থেকে অন্য দেহে কেন্দ্রের পরিবর্তন।
-
- বর্তমান আমাদের অতীত কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং ভবিষ্যত বর্তমান
দ্বারা (ডকট্রিন অফ
কর্ম)
- আত্মা বিকশিত হতে থাকবে বা জন্ম থেকে জন্মে এবং মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে ফিরে
আসবে।

REINCARNATION

Hindus believe that the soul does not die along with the body but enters another body to carry on its existence.

This endless cycle of rebirth, or reincarnation, is called *samsara*.

In Hindu thought, the physical world is temporary, ever-changing and artificial.



Samsara

- Belief in reincarnation
- Continuous cycle of birth, death and rebirth
- Goal in life is achieve *moksha* and be released from samsara
- People make pilgrimages and unite with Brahman to escape the cycle



Karma and Reincarnation

- We continue to be reborn as human beings until we find God, merge into God. This is called **moksha**.
- **Moksha** literally means '**release**' or '**liberation**' - this is the fourth goal of Hinduism.



MOKSHA

- The ultimate goal of man is to realize the Brahman and attain unity with Him – the Moksha. Such realizations result in the creation of higher knowledge either in the form of intuition or revelation. Without observing the Dharma nobody could attain Moksha. However, each man is free to choose his own path of Moksha. The Brahman is the One and the Sole and Absolute. But each human being realizes and attains Him in his own unique way which varies from person to person. The Vedas and the Upanishads and the Puranas and the Ithihasas, though originated later, prescribe or explain the different means for attaining these goals and objectives.

Freedom...

- বেদ শিক্ষা দেয় যে আত্মা ঐশ্বরিক, শুধুমাত্র বস্তুর বন্ধনে বন্দী; যখন এই বন্ধনটি ফেটে যাবে তখন পরিপূর্ণতা পৌঁছাবে, এবং এর জন্য তারা যে শব্দটি ব্যবহার করে তা হল, মুক্তি - স্বাধীনতা, অপূর্ণতার বন্ধন থেকে মুক্তি, মৃত্যু এবং দুঃখ থেকে মুক্তি।
- এবং এই বন্ধন শুধুমাত্র ঈশ্বরের রহমত দ্বারা পতিত হতে পারে, এবং এই রহমত খাঁটি উপর আসে। তাই পবিত্রতা তাঁর রহমতের শর্ত।
- সেই করুণা কিভাবে কাজ করে? তিনি নিজেকে বিশুদ্ধ হন্দয়ে প্রকাশ করেন; বিশুদ্ধ এবং নির্মল ঈশ্বরকে দেখতে পায়, হ্যাঁ, এই জীবনেও; তারপর এবং তারপর শুধুমাত্র হন্দয়ের সমস্ত অঁকাবঁকাতা সোজা করা হয়. তারপর সমস্ত সন্দেহ বন্ধ হয়ে যায়

The Law Of Samsara - Reincarnation

KARMA

The amount of good works/actions, following your DHARMA (duty) that you perform. The more good Karma you build up in your ATMAN (Soul) during your life, the better your rebirth.



If your atman has better Karma than the previous life then you will be reborn into a higher life form. EVENTUALLY your Atman will not be reborn into another body. You will achieve

MOKSHA

- release from Samsara and be at one with Brahman.

A continual cycle of birth-death-rebirth

How do Hindus achieve Moksha

- There are four different paths to achieve Moksha which a Hindu can take.
The Hindu can choose one or all four of the paths they are:
- 1 **The path of knowledge** - Jnana-Yoga
Spiritual knowledge -leading to the knowledge of the relationship between the soul (atman) and God (Brahman)
- 2 **The path of meditation** - Dhyana-yoga
The idea is to concentrate so you can reach the real self within you and become one with Brahman
- 3 **The Path of Devotion** - Bhakti-yoga
Choosing a particular god or goddess and worshipping them throughout your life in actions, words and deeds.
- 4 **The path of good works** - Karma-yoga
This involves doing all your duties correctly throughout your life.



The Next Question..

- কিভাবে নিখুঁত আত্মাকে অসিদ্ধ এই বিশ্বাসে বিভান্ত করা যায়?
- একজন হিন্দু পুরুষের মতো প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী; এবং তার উত্তর হল: 'আমি জানি না। আমি জানি না কিভাবে নিখুঁত সত্ত্বা, আত্মা, নিজেকে অসম্পূর্ণ বলে ভাবতে পেরেছিল, যেমন পদার্থের সাথে যুক্ত এবং শর্তযুক্ত।'
-
- কিন্তু ঘটনাটি সেই সবের জন্য একটি সত্য। এটা প্রত্যেকের চেতনায় একটি বাস্তবতা যে একজন নিজেকে দেহ বলে মনে করে।
- হিন্দু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না যে কেন একজনকে দেহ মনে করে।
এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে উত্তর কোন ব্যাখ্যা। এটা হিন্দু যা বলে, 'আমি জানি না' ছাড়া আর কিছুই নয়।
- বেদান্ত ঘোষণা করে, এটি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার কারণে (অজ্ঞান বা মায়া) - আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝতে না পারা

Attaining Perfection is the Goal

- এইভাবে তাদের সিস্টেমের পুরো উদ্দেশ্য হল নিখুঁত হওয়া, ঐশ্বরিক হয়ে ওঠা, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো এবং ঈশ্বরকে দেখার জন্য অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে, এবং এই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো, ঈশ্বরকে দেখা, এমনকি স্বর্গে পিতা যেমন নিখুঁত, তেমনি নিখুঁত হওয়া ধর্ম গঠন করে। হিন্দুদের
- এবং একজন মানুষ যখন পরিপূর্ণতা অর্জন করে তখন তার কী হয়? তিনি অনন্ত সুখের জীবন যাপন করেন। তিনি অসীম এবং নিখুঁত আনন্দ উপভোগ করেন, শুধুমাত্র সেই জিনিসটি পেয়েছেন যাতে মানুষের আনন্দ পাওয়া উচিত, অর্থাৎ ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরের সাথে আনন্দ উপভোগ করেন।
- এখন পর্যন্ত সকল হিন্দু একমত। এটাই সকলের অভিন্ন ধর্ম ভারতের সম্প্রদায়; কিন্তু, তারপর, পরিপূর্ণতা পরম, এবং পরম দুই বা তিনটি হতে পারে না। এর কোনো গুণ থাকতে পারে না। এটা কোনো ব্যক্তি হতে পারে না।
- এবং তাই যখন একটি আত্মা নিখুঁত এবং পরম হয়ে ওঠে, তখন তাকে অবশ্যই ব্রহ্মের সাথে এক হতে হবে, এবং এটি কেবলমাত্র ভগবানকে তার নিজস্ব প্রকৃতি এবং অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা, বাস্তবতা, অস্তিত্ব পরম, জ্ঞান পরম এবং পরম আনন্দ হিসাবে উপলব্ধি করবে। আমরা প্রায়শই এবং প্রায়শই পড়েছি এটিকে বলা হয় ব্যক্তিত্ব হারানো এবং একটি স্টক বা পাথর হয়ে পাওয়া।

The True Nature of Us

- উপনিষদ বলছে, 'শোন, হে অমর আনন্দের সন্তানেরা! এমনকি আপনি যে উচ্চ গোলক বাস! আমি সেই প্রাচীনকে পেয়েছি যিনি সমস্ত অঙ্ককার, সমস্ত ভ্রান্তির উর্ধ্বে: তাঁকে একা জানলে আপনি পুনরায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবেন।'

- 'অমর আনন্দের সন্তান' — কী মিষ্টি, কী আশার নাম! আমাকে অনুমতি দিন, ভাইয়েরা, সেই মধুর নামে ডাকতে পারি — অমর আনন্দের উত্তরাধিকারী — হ্যাঁ, হিন্দু আপনাকে পাপী বলতে অস্বীকার করে।

- তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমর আনন্দের ভাগীদার, পবিত্র ও নিখুঁত মানুষ। হে পৃথিবীতে দেবতারা - পাপীরা! একজন মানুষকে এমন ডাকা পাপ; এটা মানব প্রকৃতির উপর একটি স্থায়ী মানহানিকর।

- হে সিংহ, উঠে এসো, আর ভ্রম ঝেড়ে ফেলো যে তুমি ভেড়া; আপনি অমর আত্মা, আত্মা মুক্ত, পরম এবং চিরন্তন; তোমরা বস্ত্র নও, তোমরা দেহ নও; বস্ত্র তোমার দাস, তুমি বস্ত্র দাস নও।

THE FORM & FORMLESS ASPECTS OF GOD

উ: তিনি সর্বত্র, শুন্দি ও নিরাকার, সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমান। 'তুমি আমাদের বাবা,
তুমই আমাদের মা, তুমি আমাদের প্রিয় বন্ধু। তুমি সমস্ত শক্তির উৎস; আমাদের শক্তি
দিন। আপনি তিনি যিনি মহাবিশ্বের ভার বহন করেন; আমাকে এই জীবনের সামান্য
বোঝা বহন করতে সাহায্য করুন।' এভাবে বেদের ঋষিরা গেয়েছেন।

B. এবং কিভাবে তার ইবাদত করতে হয়? ভালোবাসার মাধ্যমে। 'তিনি ইহ ও পরকালের সব কিছুর চেয়ে
প্রিয়তম, প্রিয় হিসাবে উপাসনা করতে হবে।'

C. এটি হল বেদে ঘোষিত প্রেমের মতবাদ, এবং আসুন দেখি কিভাবে এটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত এবং কৃষ্ণ
দ্বারা শেখানো হয়েছে, যাকে হিন্দুরা বিশ্বাস করে পৃথিবীতে ঈশ্বর অবতার ছিলেন।

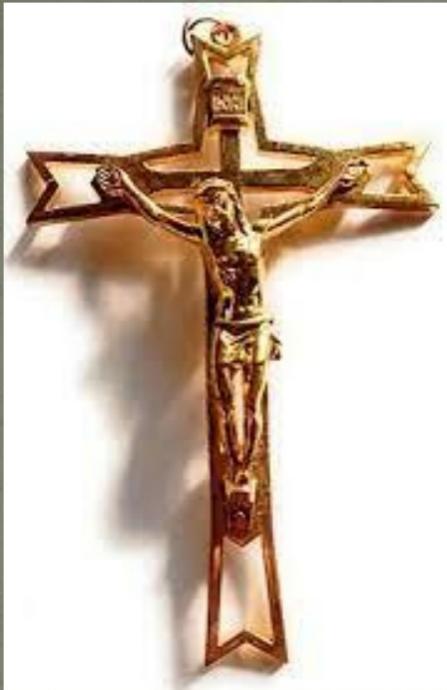
D. তিনি শিখিয়েছিলেন যে একজন মানুষের এই পৃথিবীতে একটি পদ্ম পাতার মতো বেঁচে থাকা উচিত, যা
জলে জন্মায় কিন্তু জলে কখনও সিঞ্চ হয় না; তাই একজন মানুষের পৃথিবীতে বাস করা উচিত- তার
হৃদয় ঈশ্বরের কাছে এবং তার হাত কাজ করার জন্য।

Hinds are idolaters

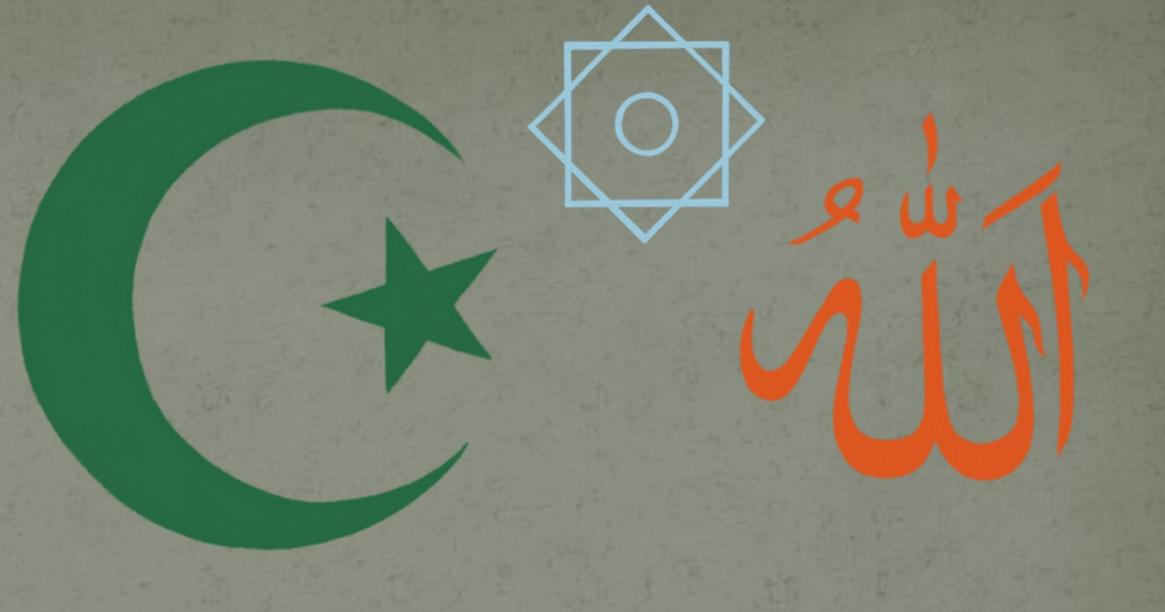
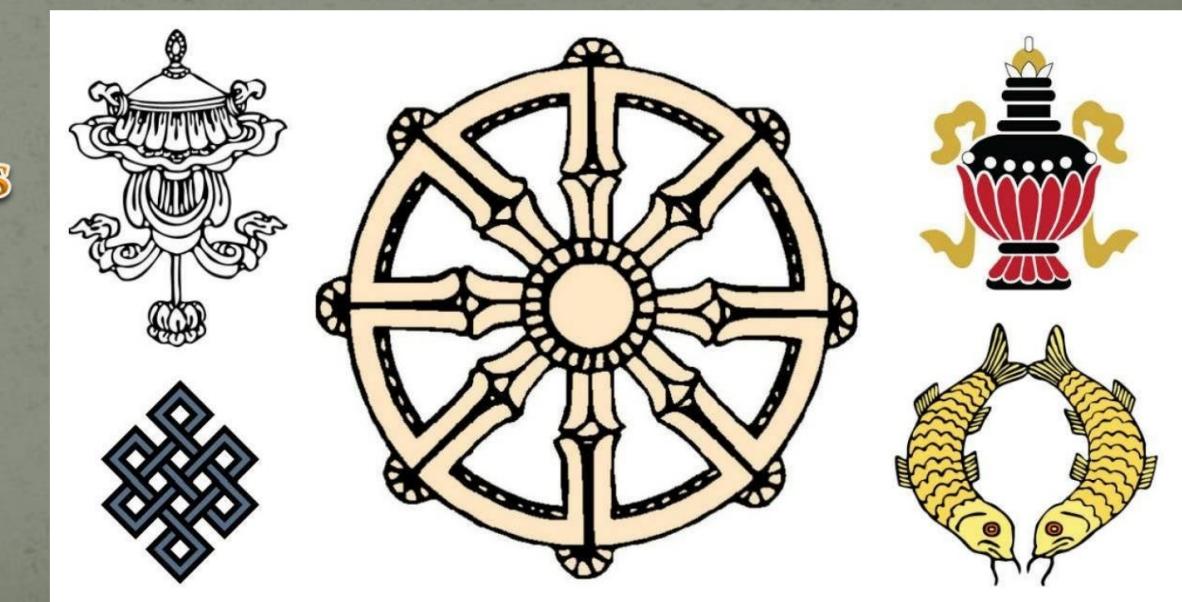


The Real Idea behind Idol Worship

- ক. আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় একজন খ্রিস্টান মিশনারি ভারতে জনতার কাছে প্রচার করতে শুনেছিলেন। অন্যান্য মিষ্টি জিনিসের মধ্যে তিনি তাদের বলছিলেন যে তিনি যদি তার লাঠি দিয়ে তাদের প্রতিমাতে আঘাত করেন তবে এটি কী করতে পারে? তার একজন শ্রোতা কড়া জবাব দিল, 'আমি যদি তোমার ঈশ্বরকে গালি দেই, তাহলে তিনি কী করতে পারেন?' 'আপনি শাস্তি পাবেন,' প্রচারক বললেন, 'যখন আপনি মারা যাবেন।' 'সুতরাং তুমি মারা গেলে আমার মূর্তি তোমাকে শাস্তি দেবে,' হিন্দু জবাব দিল।
- B. গাছ তার ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। যখন আমি তাদের মধ্যে যারা মূর্তিপূজক, পুরুষ, যাদের মত নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রেমে আমি কোথাও দেখিনি, তখন আমি থেমে নিজেকে প্রশ্ন করি, 'পাপ কি পবিত্রতার জন্ম দিতে পারে?'
- গ. কুসংস্কার মানুষের বড় শক্র, কিন্তু গোঢ়ামি আরও খারাপ। কেন একজন খ্রিস্টান গির্জায় যায়? ক্রুশ পবিত্র কেন? নামাজে আকাশের দিকে মুখ করা হয় কেন? কেন ক্যাথলিক চার্চে এত ছবি আছে? কেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মনে অনেক ইমেজ যখন তারা প্রার্থনা করে? আমার ভাইয়েরা, আমরা শ্঵াস ছাড়া বাঁচার চেয়ে মানসিক চিত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।
- D. অ্যাসোসিয়েশনের আইন দ্বারা বস্তুগত চিত্র মানসিক ধারণাকে আহ্বান করে এবং এর বিপরীতে। এই কারণেই হিন্দু পূজা করার সময় একটি বাহ্যিক প্রতীক ব্যবহার করে। তিনি আপনাকে বলবেন, এটি তার মনকে সে সত্ত্বার প্রতি স্থির রাখতে সাহায্য করে যাব কাছে তিনি প্রার্থনা করেন। তিনিও জানেন যেমন আপনি করেন যে মূর্তিটি ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়।
- ই. সর্বোপরি, সর্বব্যাপীতা প্রায় সমগ্র বিশ্বের কাছে কতটা বোঝায়? এটি কেবল একটি শব্দ, একটি প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরের উপরিভাগ এলাকা আছে? যদি না হয়, আমরা যখন 'সর্বব্যাপী' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করি, তখন আমরা বর্ধিত আকাশ বা মহাকাশের কথা ভাবি, এটাই সব।



The Holy Symbols in Religious Systems



The Real Idea behind Idol Worship

- যেহেতু আমরা দেখতে পাই যে কোনো না কোনোভাবে, আমাদের মানসিক সংবিধানের আইন অনুসারে, আমাদের অসীমতার ধারণাকে নীল আকাশের বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পবিত্রতার ধারণাকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করি। একটি গির্জা, একটি মসজিদ, বা একটি খ্রিস্টান চার্চ
- হিন্দুরা পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, সত্য, সর্বব্যাপীতা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ধারণাগুলিকে বিভিন্ন চিত্র এবং রূপের সাথে যুক্ত করেছে। কিন্তু এই প্রার্থক্যের সাথে যে কিছু লোক তাদের পুরো জীবন তাদের গির্জার মূর্তির জন্য উৎসর্গ করে এবং কখনও উঁচুতে ওঠে না, কারণ তাদের কাছে ধর্ম মানে নির্দিষ্ট মতবাদের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মতি এবং তাদের সঙ্গীদের ভালো করা, হিন্দুদের সমগ্র ধর্মকে কেন্দ্র করে উপলক্ষ্মি
- মানুষ ঈশ্঵রকে উপলক্ষ্মি করে ঐশ্বরিক হতে হয়। মূর্তি বা মন্দির বা গির্জা বা বই কেবল তার আধ্যাত্মিক শৈশবের সমর্থন, সাহায্য; কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতে হবে।
- তাকে কোথাও থামতে হবে না। 'বাহ্যিক উপাসনা, বস্ত্রপূজা,' শাস্ত্র বলে, 'সর্বনিষ্ঠ পর্যায়; উচ্চ ওঠার সংগ্রাম, মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী পর্যায়, কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায় হল যখন প্রভু উপলক্ষ্মি করা হয়।' মার্ক, সেই একই আন্তরিক ব্যক্তি যিনি মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে আপনাকে বলছেন, 'তাকে সূর্য প্রকাশ করতে পারে না, না চাঁদ, না তারা, বিদ্যুত তাকে প্রকাশ করতে পারে না, বা আমরা যাকে আগুন বলে বলি; তাঁর মাধ্যমে তারা উজ্জ্বল হয়।' কিন্তু তিনি কারো মূর্তিকে গালি দেন না বা এর পূজাকে পাপ বলেন না। তিনি এটিকে জীবনের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেন। 'শিশুটি লোকটির বাবা।' একজন বৃক্ষের পক্ষে শৈশব পাপ বা ঘোরন পাপ বলা কি ঠিক হবে?

Invoking Infinite “in finite”



The Real Idea behind Idol Worship

- একজন মানুষ যদি মূর্তির সাহায্যে তার ঐশ্বরিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটাকে পাপ বলা কি ঠিক হবে? এমনকি, তিনি যখন সেই পর্যায়টি অতিক্রম করেছেন, তখনও তাকে একটি ক্রটি বলা উচিত নয়।
- হিন্দুর কাছে মানুষ ভুল থেকে সত্যের দিকে যাত্রা করছে না, বরং সত্য থেকে সত্যের দিকে যাচ্ছে নিম্ন থেকে উচ্চতর সত্য।
- তার কাছে সমস্ত ধর্ম, সর্বনিম্ন ফেটিসিজম থেকে সর্বোচ্চ নিরক্ষুণ্ণতা, মানে অসীমকে উপলব্ধি করার এবং উপলব্ধি করার জন্য মানব আত্মার অনেক প্রচেষ্টা, প্রতিটি তার জন্ম এবং সংসর্গের শর্ত দ্বারা নির্ধারিত, এবং এর প্রত্যেকটি একটি পর্যায় চিহ্নিত করে। অগ্রগতি এবং প্রতিটি আত্মা একটি তরুণ ঈগল, যা উচ্চতর এবং উচ্চতর, আরও বেশি শক্তি সংগ্রহ করে, যতক্ষণ না এটি মহিমাবিত সুর্যে পৌঁছায়।
- বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রকৃতির পরিকল্পনা, এবং হিন্দুরা তা স্বীকার করেছে। অন্য সব ধর্মই কিছু নির্দিষ্ট মতবাদ স্থাপন করে এবং সমাজকে সেগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। এটি সমাজের সামনে শুধুমাত্র একটি কোট রাখে যা জ্যাক এবং জন এবং হেনরিকে একইভাবে মানানসই করতে হবে।
যদি এটি জন বা হেনরির সাথে মানানসই না হয় তবে তাকে অবশ্যই তার শরীর ঢেকে রাখার জন্য একটি কোট ছাড়া যেতে হবে।
- হিন্দুরা আবিষ্কার করেছে যে পরমকে শুধুমাত্র আপেক্ষিক মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, বা চিন্তা করা যায় বা বলা যায়, এবং চিত্র, ক্রস এবং অর্ধচন্দ্রাকারগুলি কেবল এতগুলি প্রতীক - আধ্যাত্মিক ধারণাগুলিকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য অনেকগুলি পেগ। এই সাহায্য যে সবার জন্য প্রয়োজন তা নয়, তবে যাদের প্রয়োজন নেই তাদের ভুল বলার অধিকার নেই। হিন্দু ধর্মেও এটা বাধ্যতামূলক নয়।

After realizing the TRUE Nature....



There should not be any contradiction....

- হিন্দুদের কাছে, তাহলে, ধর্মের সমগ্র জগৎটি কেবল একটি ভ্রমণ, আগমন, বিভিন্ন নর-নারীর, বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে, একই লক্ষ্য।
- প্রতিটি ধর্মই বস্তুগত মানুষের মধ্য থেকে একজন ঈশ্বরকে বিকশিত করছে এবং একই ঈশ্বর তাদের সকলের অনুপ্রেরণাদাতা। তাহলে কেন এত দ্঵ন্দ্ব আছে? তারা শুধুমাত্র আপাত, হিন্দু বলেন. দ্বন্দ্বগুলি একই সত্য থেকে আসে যা বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।
- এটি একই আলো বিভিন্ন রঙের চশমা দিয়ে আসছে। এবং এই সামান্য বৈচিত্রগুলি অভিযোজনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সবকিছুর অন্তরে একই সত্য রাজস্ব করে।
- ভগবান তাঁর অবতারে হিন্দুকে কৃষ্ণরূপে ঘোষণা করেছেন: 'আমি প্রতিটি ধর্মে মুক্তার সুতোর মতো। যেখানেই আপনি অসাধারণ পবিত্রতা এবং অসাধারণ শক্তি মানবতার উত্থান ও শুদ্ধি দেখতে পান, আপনি জানেন যে আমি সেখানে আছি।' আর এর ফল কি হয়েছে?
- আমি বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাই, সংস্কৃত দর্শনের সমগ্র ব্যবস্থা জুড়ে, এমন কোনো অভিব্যক্তি খুঁজে বের করার জন্য যাতে শুধুমাত্র হিন্দুই রক্ষা পাবে, অন্যরা নয়। ব্যাস বলেছেন, 'আমরা আমাদের জাত-পাতের বাইরেও নিখুঁত পুরুষ খুঁজে পাই।' আর একটা কথা।
তাহলে, হিন্দু, যার সমস্ত চিন্তাভাবনা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, বৌদ্ধ ধর্ম যা অঞ্জেয়বাদী, বা নাস্তিক জৈন ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে কিভাবে?

যে ধর্মের রাজনীতিতে নিপীড়ন বা অসহিষ্ণুতার কোনো স্থান থাকবে না ...

- ভাইয়েরা, এটি হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণার একটি সংক্ষিপ্ত স্কেচ। হিন্দু তার সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্ম হতে হয়, তবে এটি অবশ্যই এমন একটি হতে হবে যার স্থান বা কালের কোন অবস্থান থাকবে না; যা প্রচার করবে ঈশ্বরের মত অসীম, এবং যার সূর্য কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের অনুসারীদের উপর, সাধু ও পাপীদের উপর একইভাবে আলোকিত হবে; যা ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা মোহামেডান হবে না, কিন্তু এই সবের সমষ্টি, এবং এখনও বিকাশের জন্য অসীম স্থান রয়েছে; যা তার ক্যাথলিসিটি তার অসীম বাহ্যতে আলিঙ্গন করবে, এবং প্রতিটি মানুষের জন্য একটি স্থান পাবে, সর্বনিষ্ঠ নৃশংস বর্বর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, মানবতার উপরে তার মাথা এবং হৃদয়ের গুণাবলী দ্বারা উচ্চতর মানুষ পর্যন্ত, সমাজকে তার ভয়ে দাঁড় করানো এবং তার মানবিক প্রকৃতিকে সন্দেহ করা।
- এটি এমন একটি ধর্ম হবে যার রাজনীতিতে নিপীড়ন বা অসহিষ্ণুতার কোনো স্থান থাকবে না, যেটি প্রতিটি নর-নারীর মধ্যে দেবত্বকে স্বীকৃতি দেবে এবং যার সমগ্র পরিধি, যার সমগ্র শক্তি, মানবতাকে তার নিজের সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীভূত হবে, ঐশ্বরিক প্রকৃতি।

As may faiths so may paths...



Marching at the vanguard of civilization with the flag of harmony.....

- এমন একটি ধর্ম দাও, এবং সমস্ত জাতি তোমাকে অনুসরণ করবে।
অশোকের পরিষদ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একটি পরিষদ। আকবরের, যদিও উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি, শুধুমাত্র একটি পার্লার মিটিং ছিল।
এটা আমেরিকার জন্য সংরক্ষিত ছিল পৃথিবীর সব প্রান্তে ঘোষণা করা যে প্রভু প্রতিটি ধর্মে আছেন।

- যিনি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, জরথুস্ত্রীদের আহরা-মাজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদিদের যিহোবা, খ্রিস্টানদের স্বর্গের পিতা, তিনি আপনার মহৎ ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে শক্তি দিন! নক্ষত্রটি পূর্বে উঠেছিল; এটি পশ্চিমের দিকে অবিচলিতভাবে যাত্রা করেছে, কখনও ম্লান এবং কখনও উজ্জ্বল, যতক্ষণ না এটি বিশ্বের একটি বৃত্ত তৈরি করে; এবং এখন এটি আবার পূর্বের দিগন্তে, সানপোর সীমানায় উঠছে, এটি আগের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী।

The strength lies here in INDIA

